বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন

কলকাতা

বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য "অনাপত্তিপত্র"/'এন ও সি' (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট)-এর আবেদন ফর্ম

(শুধুমাত্র ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য)

ক) জনাব, আমি/আমরা বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছি। আমাদের অবস্থানের ঠিকানাসহ পাসপোর্ট ও ভিসার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ক্রমিক নং	নাম (ইংরেজিতে) ও ভারতে অবস্থানের ঠিকানা (হাসপাতালের নাম সহ)	পাসপোর্ট নম্বর (ইংরেজিতে)	ভিসার ধরণ	ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ
১				
২				
৩				
৪				

খ) নিম্নবর্ণিত কারণে আমার/আমাদের অবিলম্বে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করা একান্ত প্রয়োজনঃ (নির্দিষ্ট অংশে টিক চিহ্ন দিন/ বর্ণনা করুন)

- ☐ ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হবে
- ☐ মৃত দেহের সাথে বাংলাদেশে গমন
- ☐ অন্যান্য কারণ বর্ণনা করুন : (যদি থাকে)

  .....
  .....
  .....

- **যে স্থল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছুক :** ১। বেনাপোল-পেট্রাপোল ☐ ; ২। বুড়িমারী-চ্যাংড়াবান্ধা ☐ ; ৩। হিলি-হিলি ☐; ৪। দর্শনা-গেদে ☐; ৫। সোনামসজিদ – মাহাদিপুর ☐ ।

গ) এমতাবস্থায়, বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমার/আমাদের অনুকূলে একটি "অনাপত্তিপত্র"/ 'এন ও সি'(নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। **আমি/ আমরা এইমর্মে ঘোষণা করছি যে, আবশ্যিক ভাবে ৭২- ঘণ্টা মেয়াদ সম্পন্ন বারকোড (QR code) যুক্ত কোভিড নেগেটিভ সনদসহ বাংলাদেশে প্রবেশের পর সরকারী বিধিমোতাবেক ১৪ দিনের বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বাধ্য থাকবো।**

বিনীত-

তারিখ : .....

নাম : .....
স্বাক্ষর : .....
মোবাইল নং : .....
ইমেল : (যদি থাকে) .....

সংযুক্তিঃ (১) পাসপোর্টের কপি, (২) ভিসার কপি, (৩) ভারতে সর্বশেষ প্রবেশের সীলসংযুক্ত পাসপোর্ট পাতার কপি , (৪) অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র (যদি থাকে) ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

(১) একটি আবেদনপত্রে একই পরিবারের সর্বোচ্চ ৪ (চার) জন আবেদন করতে পারবেন।
(২) উপরে খ-এ বর্ণিত অন্যান্য কারণ যাচাই পূর্বক 'এন ও সি' প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
(৩) প্রাপ্ত 'এন ও সি' –এর মেয়াদ ইস্যুকৃত তারিখ থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
(৪) উপরোক্ত বর্ডার সমূহ সপ্তাহে শুধুমাত্র তিনদিন (রবিবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার) খোলা থাকবে।